৪১তম সংখ্যা | এপ্রিল-জুন | ২০২১

আমিক বার্তা

ত্রৈমাসিক

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেল্থ ও ওয়াশ সেক্টরের মুখপত্র

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কোভিড-১৯ টিকাদান

হেল্থ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কোভিড-১৯ টিকাদান কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকারের কোভিড-১৯ টিকাদান কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ন এই কাজে যুক্ত হয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর গত ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ হতে কোভিড-১৯ টিকাদান কেন্দ্র পরিচালনা করছে। ঢাকার মিরপুর, হাজারীবাগ এবং কুমিল্লায় অবস্থিত নগর মাতৃ সদনে স্থাপিত এই টিকাদান কেন্দ্রগুলো হতে দক্ষ সেবাদান কর্মীরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নিবন্ধনকৃত লোকজনকে টিকা প্রদান করছে।

১১টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোভিড-১৯ টিকাদান ক্যাম্পেইন করা হচ্ছে এবং একই সাথে ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী সিটি কপোরেশনের আরো ২৩টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্কুল ও কমিউনিটি সেন্টারে নিজস্ব জনবল দিয়ে টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। টিকার মান বজায় রাখার জন্য সঠিক তাপমাত্রায় টিকা সংরক্ষন ও সঠিকভাবে টিকা প্রদানের মত সংবেদনশীল কাজটিও সংস্থার পক্ষ হতে যথাযথ ভাবে ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং করা হচ্ছে সার্বক্ষণিক ভাবে। তাছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ইপিআইদপ্তর ও সিটি কর্পোরেশন টিকার সরবরাহ নিশ্চিতকরণে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সহায়তা করছে। ভালো ব্যবস্থাপনা ও আন্তরিকতার সাথে কেন্দ্রগুলো হতে সেবা গ্রহণ করতে পেরে টিকাগ্রহীতারাও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

টিকা প্রদানের পাশাপাশি আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প-২য় পর্যায়ের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও নগর মাতৃসদন ও স্যাটালাইট সেন্টার হতে গর্ভকালিন, গর্ভপরবর্তী, প্রসবসেবা(শুধু নগর মাতৃসদন), শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, বিসিজি কাজের মাধ্যমে সচেতনাবৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মএলাকায় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে।

ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টর- এর আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, অঞ্চল-৪ এ ৫ জুন কাজী রফিকুল আলম, সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক ডাঃ নায়লা পারভীন সহ প্রকল্পের অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ। ঢাকা আহছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায়, সিওসিসি, পিএ-১, কুমিল্লায় শূন্য (০) থেকে পাঁচ (৫) বছরের শিশুদের কে ভিটামিন এ খাওয়ানো হয়। ঢাকা আহছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায়, নগর মাতৃসদন, নবাববাড়ি, কুমিল্লায় ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময়ে ৬-১১ মাস বয়সী মোট ২,১১৬ জন শিশুকে নীল রংয়ের ভিটামিন এ ক্যাপসুল ১২-৫৯ মাস বয়সী মোট ১০,২১৩ জন শিশুকে লাল রংয়ের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

সম্পাদকীয়

নব্বই দশকে বিশ্বব্যাপী মাদক সমস্যা যখন প্রকট আকার ধারণ করছে সেই সময়ে ১৯৯০ সালে তামাক, এইডস ও মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক) এর যাত্রা শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে তামাক, এইডস ও মাদকের বিরুদ্ধে সমাজের সকল পর্যায়ের গণসচেতনতা সৃষ্টিতে দেশব্যাপী বিভিন্ন নেটওর্য়াক গঠনের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। বর্তমানে আমিক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করছে। আমিক ৩০ বছরে পর্দাপন করেছে। এই দীর্ঘ সময়ের যাত্রায় আমিকের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমিকের কার্যক্রম কেবল মাদক, এইডস ও তামাকের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক রোগের প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক সেবা, মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, অসংক্রামক রোগের (এনসিডি) প্রতিরোধ ও চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক চিকিৎসা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচীতেও আমিকের কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। আমিকের মাদকবিরোধী কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে মাদক নির্ভরশীল পুরুষ ও নারীদের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, কারাবন্দী মাদক নির্ভরশীলদের পুনর্বাসনে কারাগারে কারাবন্দীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, রাজশাহী ও নাটোর জেলায় মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিতদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, গবেষণা কার্যক্রমসহ বাস্তবায়নসহ, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে সংযুক্ত আছে। আমিকের প্রতিটি কর্মসূচিতেই সিভিল সোসাইটির নেটওয়ার্ক, গণমাধ্যমের সাথে সমন্বয়, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও নীতিনির্ধারকদের সাথে এডভোকেসি করা সহ জাতীয় ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন তৈরি ও বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির সদস্য। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তামাক ও মাদকবিরোধী সমস্যায় এডভোকেসি করে থাকে। এই সমস্ত কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ও অসামান্য অবদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এভাবে সমাজের মানুষের কল্যাণে আমিকের পথচলা চলমান রয়েছে ও ভবিষতেও থাকবে আর এই যাত্রায় আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে এটাই প্রত্যাশা।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

১২তম বর্ষ
৪১তম সংখ্যা
এপ্রিল - জুন, ২০২১

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
রেজাউর রহমান রিজভী
আঁখি খাতুন

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
এটিএম. ফরহাদ পিন্টু

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন

"মাদক নিয়ে হই সচেতন, বাঁচাই প্রজন্ম, বাচাই জীবন" এই প্রতিপাদ্যে এ বছর পালিত হয়েছে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধপাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস। এ দিবস উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে ২৬ জুন ২০২১ আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, এরমধ্যে ছিল কেন্দ্রে প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা ও শেয়ারিং প্রোগ্রাম, ইনডোর গেমস ও কুইজ প্রতিযোগিতা, ফ্লিম প্রর্দশন,পুরস্কার প্রদান, কেন্দ্র সাজসজ্জা এবং বিশেষ খাবার ইত্যাদি আয়োজন। আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পূনর্বাসন কেন্দ্র,গাজীপুর এবং যশোরের উদ্যোগে দিনব্যাপি অনুরুপ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধপাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৪ জুন একটি অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সভাপতি মো. শামসুল হক টুকু, এমপি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আহছানুল জব্বার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ইশরাত চৌধুরী। মূল বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আবাসিক মনোচিকিৎসক ডা. রায়হানুল ইসলাম। এছাড়া আলোচক ছিলেন ক্রাইম রিপোর্টাস এসোসিয়েশনের ট্রেজারার এমদাদুল হক খান ও হেলথ রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি তৌফিক মারুফ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণ, গনমাধ্যমকর্মী ও অনুষ্ঠান আয়োজক সংস্থা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথির তার বক্তব্যে বলেন মাদকের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাকটিভিটির পটুয়াখালীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করছে। ঢাকা আহছানিয়া মিশন কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সভায় অংশগ্রহনকারীদের মাঝে ৬১৩টি ফেস মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়। ১৫টি গ্রোথ সেন্টারের/বাজারের আওতায় ১১৮টি গ্রামে, ৬টি উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে কোভিড-১৯ এর সচেতনতা মূলক ২৮ দিনব্যাপী মাইকিং করা হয়। গ্রোথ সেন্টারের আওতায় বিক্রেতা ও ক্রেতাদের বারবার সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যপারে এবং সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে সচেতনতামূলক মাইকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

তিন কারাগারে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অ্যাম্বুলেন্স প্রদান

কোভিড-১৯ মোকাবেলার অংশ হিসেবে ২৭ জুন ২০২১ দেশের তিনটি কারাগারে (ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, ফেনী ও কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার) রোগী বহনের সুবিধার্থে তিনটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর

রহমান মামুন, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মোঃ আবরার হোসেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আমির হোসেন সহ কারা অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। করোনাকালীন সময়ে গৃহীত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জার্মান সরকারের পক্ষে জিআইজেড-এর কারিগরি সহায়তায় এই উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কারা অধিদপ্তরের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জিআইজেড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় ২০১৪ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে আসছে।

গ্লোবাল রোড সেফটি উইক-২০২১ উদযাপন

গ্লোবাল রোড সেইফটি উইক-২০২১ পালনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর কর্তৃক আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী ক্যাম্পেইন 'Social Media Solidarity'-তে অংশ নেয়া স্বাস্থ্য সেক্টরের কর্মকর্তাগণ ফেসবুকের মাধ্যমে 'গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করুন, নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করুন' এই দাবির সাথে একাত্বতা প্রকাশ করেন। সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসাবে ক্যাম্পেইনে অংশ নেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্যতম সেক্টর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রায় ২০ জন পুলিশ কর্মকর্তা। আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের ক্যাম্পেইন কর্মসূচীতে পুলিশের আহ্বান 'সড়ক আইন মেনে চলুন, নিরাপদ জীবন গড়ুন' এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী পুলিশ কর্মকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ ফেসবুকের মাধ্যমে এই বার্তা প্রচার করেন। শুধু তাই নয় এই ক্যাম্পেইনে অংশ নেয়া শিশুরা দাবি জানায় 'পরিবহনে তাদের জন্য নিরাপদ আসন নিশ্চিত করতে হবে'। বিভিন্ন মিডিয়ায় শিশুদের এই দাবি প্রচার করা হয়।

'সড়ক পরিবহন আইন আবারো সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার'-মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, এমপি

UN Global Road safety Week-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৩ মে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর কর্তৃক আয়োজিত 'সড়ক ও নিরাপদ জীবন' শিরোনামে লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি এ মন্তব্য করেন। সড়কে পরিবহনে যাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় সেজন্য সমন্বয় ও সহযোগিতা দরকার বলে তিনি মনে করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ আ ফ ম রুহুল হক এমপি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন গ্লোবাল রোড সেইফটি গ্রান্টস প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরো অংশ নেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক,

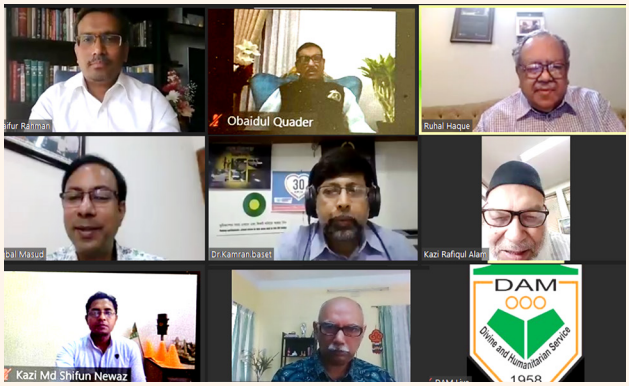

গ্লোবাল হেলথ এডভোকেসী ইনকিউবেটর বাংলাদেশ কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর ড. শরিফুল আলম এবং ব্রাক-এর রোড সেইফটি প্রোগ্রাম হেড ড. কামরান উল বাসেত।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের 'ফল উৎসব'

রাজধানীর ধানমন্ডিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে ৭ জুন অনুষ্ঠিত হয় 'ফল উৎসব'। এসময় ফল উৎসব ঘুরে দেখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. খলিলুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান, পরিচালক (স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর) ইকবাল মাসুদ প্রমুখ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের উদ্যোগে এই 'ফল উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়।

ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায় এসএ টিভিতে 'মাদককে জয়'

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৬ জুন 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২১' উদযাপন উপলক্ষে এসএ টিভির জন্য নির্মিত হলো বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান 'মাদককে জয়'। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে ছিলেন ডা. এস এম শহীদুল ইসলাম, পিপিএম পরিচালক (পুলিশ সুপার) ও 'ওয়েসিস' মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, বাংলাদেশ পুলিশ এবং রাখী গাঙ্গুলি, সিনিয়র সাইকোলজিস্ট এন্ড এডিকশন প্রফেশনাল, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো টেলিভিশনের পর্দায় কোন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। তিনি বলেন, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিয়ে আহ্ছানিয়া মিশনের কাজের অভিজ্ঞতা দীর্ঘ দিনের। সেই কাজের ধারাবাহিকতাতেই 'মাদককে জয়' অনুষ্ঠানটি নির্মিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ মাদক নির্ভরশীলতা যে মানসিক রোগ সে

সম্পর্কে বলবেন। এছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশে মাদক ব্যবহারের চিত্র ও বাংলাদেশ পুলিশ কি ধরনের ভূমিকা রাখছে সে বিষয়টিও আলোচিত হবে। প্রসঙ্গত, মিজান রহমানের প্রযোজনায় এসএ টিভিতে ২৬ জুন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে 'মাদককে জয়' অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিদর্শনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক

গত ১৭ জুন ২০২১ তারিখ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর কর্তৃক বাস্তবায়িত কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার ১৩ নাম্বার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক (গ্রেড-১) কে. এম. তারিকুল ইসলাম। পরিদর্শনকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ সামছু-দ্দৌজা, ক্যাম্প-ইন-চার্জ মুহাম্মদ ওয়াসিকুল ইসলাম, সহকারী হেলথ কো-অর্ডিনেটর, আরআরআরসি অফিস, ডাঃ সারোয়ার জাহান, খ্রিস্টীয়ান এইড থেকে সুকান্ত চন্দ্র, আফরোজা হোসেন ও ডাঃ কে এম হালিমুর রেজা এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক

ইকবাল মাসুদ প্রমুখ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত এই কেন্দ্র থেকে সমন্বিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করায় মহাপরিচালকসহ সকলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিদর্শন শেষে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে ইকবাল মাসুদ সম্মানিত অথিতিদের কে ক্রেস্ট প্রদান করেন।

টুরিস্ট স্পট ও রেস্টুরেন্টকে ধূমপানমুক্ত করতে করণীয় শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা

টুরিস্ট স্পট ও রেস্টুরেন্টকে ধূমপানমুক্ত করার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে। ৪ এপ্রিলের সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী, এমপি বলেন, আমাদের দেশে পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা মানা হয় না। বিশেষ করে রেস্তোরাসহ পর্যটন এলাকাতে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রাখার বিধান বাতিল করা উচিত। এজন্য আইন সংশোধনের মাধ্যমে পাবলিক প্লেসকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করা জরুরী। আর টুরিস্ট স্পটগুলো যাতে পুরোপুরি ধূমপানমুক্ত থাকে সেজন্য বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কাজ করবে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আ আ স ম আরেফিন সিদ্দিক, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের লিড পলিসি এডভাইজার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও তামাক নিয়ন্ত্রণের ফোকাল পার্সন সাবেরা আক্তার।

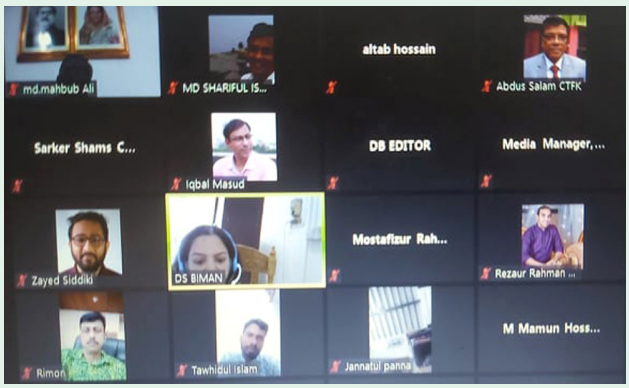

যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন প্রতিরোধে নীতিমালা

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পেশাদারিত্বের সাথে জাতি, বর্ণ, ধর্ম এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার, মর্যাদা, সমতার লক্ষ্যে অবিরত কাজ করে চলেছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাথে জড়িত সকল সদস্য, কর্মচারী, পরামর্শদাতা, স্বেচ্ছাসেবক, অংশীদার এবং কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ২০২১ সালের জুন মাসে যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন প্রতিরোধে নীতিমালা (Protection from Sexual Exploitation and Abuse- PSEA) প্রণয়ন করেছে। যাতে তারা কোনো হুমকি বা হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের সম্মুখীন না হয়। এই নীতিমালা লঙ্ঘনের জন্য ডাম দ্রুত ও যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। এছাড়া এই নীতিমালার মাধ্যমে ডাম ব্যক্তির মর্যাদা, অধিকার এবং সংস্থার মূল্যবোধ রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই নীতিমালার যথ াযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য অংশীদাররাও দায়বদ্ধ থাকবেন। নীতিমালাটি মূলত অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের কনভেনশন, দেশীয় আইন এবং ডাম এর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নীতিসহ জেন্ডার পলিসি, অ্যান্টি হ্যারাজমেন্ট পলিসি, হুইসেল ব্লোয়িং পলিসি এবং কোড অব কনডাক্ট ইত্যাদির আলোকে প্রণীত।

করোনায় হাজারো মানুষকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আর্থিক সহায়তা

সাতক্ষীরা ও সাভারের করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ এক হাজার মানুষকে আর্থিক সহায়তা করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ৭ জুন এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার উদ্বোধন করেন সাতক্ষীরা পৌরসভার মেয়র তাসকিন আহমেদ চিশতী।

এসময় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয় থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ড. খলিলুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান, পরিচালক (স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর) ইকবাল মাসুদ, সহকারী পরিচালক মোখলেছুর রহমান, কো-অর্ডিনেটর (একাউন্টস) আতিকুর রহমান ও পেপসেভ প্রকল্পের এমআইএস অফিসার ইঞ্জিনিয়ার মঈন উল ইসলাম। এছাড়া ডাচ বাংলা ব্যাংকের আর্থিক মোবাইল সার্ভিস রকেটের খুলনার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান এবং পেপসেভ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

আর্থিক সহায়তার অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে পরিচালক (স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর) ইকবাল মাসুদ বলেন, লকডাউনের কারণে দীর্ঘ দিন ধরে অনেক মানুষই আর্থিক সঙ্গতি হারিয়েছেন। আমাদের পক্ষ থেকে এই আর্থিক সাহায্য অসহায় মানুষদেরকে উপকৃত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রথম থেকেই করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য।

এছাড়া অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. খলিলুর রহমান ও নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান।

উল্লেখ্য, হতদ্ররিদ্র ও সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদেরকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগীতায় পেপসেভ (পুওর, এক্সিম পুওর এন্ড সোশ্যালি এক্সক্লুডিড পিউপল) প্রকল্পের মাধ্যমে গত ৩ বছর ধরে যৌথভাবে নানাবিধ সহায়তা করে আসছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। এরই ধারাবাহিকতায় এবার এক হাজার মানুষের মাঝে আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সাংবাদিক ফেলোশিপ কার্যক্রম

বাংলাদেশে তামাকবিরোধী সাংবাদিকতায় ফেলোশিপ দেবার লক্ষ্যে এপ্রিলে মাসে সাংবাদিকতায় ফেলোশিপের কার্যক্রম শুরু করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প। এর ধারাবাহিকতায় ২৯ এপ্রিল অনলাইন প্লাটফর্ম জুমে এক কর্মশালার আয়োজন করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত ২৫ জন সাংবাদিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা ১ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত ২টি টিভি প্রতিবেদন সহ মোট ২১টি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এগুলো থেকে বাছাই করে ৪ জনকে সাংবাদিক ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

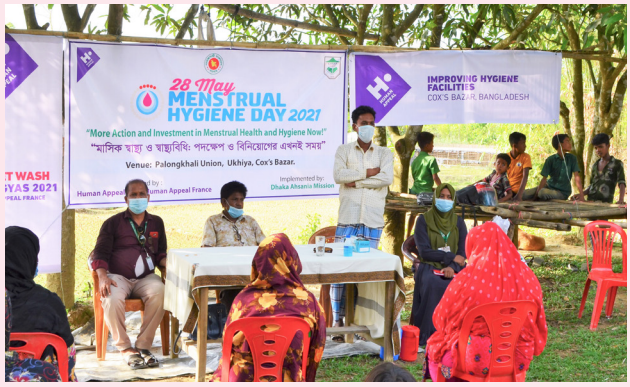

ঋতুস্রাব স্বাস্থ্যবিধি দিবস উদ্‌যাপন

গত ২ মে সারা বিশ্বে ঋতুস্রাব স্বাস্থ্যবিধি দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। গ্রামবাসী এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার তেলখোলা গ্রামে দিনটি উদ্‌যাপন করে ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের ওয়াশ সেক্টর। রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংলগ্ন এই 'হোস্ট' গ্রামটি সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত একটি গ্রাম এবং ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের এই গ্রামে 'হিউন্যানিটারিয়ান ওয়াশ ফর রোহিঙ্গা রিফিউজিস এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস' নামক একটি ওয়াশ প্রকল্প পরিচালনা করছে। গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ঋতুস্রাব সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। ২০২১ সালের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'ঋতুস্রাব স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধিতে আরো পদক্ষেপ এবং বিনিয়োগ'। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং জনগণ প্রতিশ্রুতি দেন যে মাসিক সংক্রান্ত সকল কুসংস্কার দূর করার জন্য তারা সচেষ্ট হবেন এবং তাদের জীবনকে এমনভাবে গড়ে তুলবেন যা নিরাপদ ঋতুস্রাব স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনকে উৎসাহিত করে।

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের ওয়াশ সেক্টরের ৫টি চলমান প্রকল্প পানি সরবরাহ নিয়ে কাজ করছে। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত পটুয়াখালী জেলায় ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের 'ম্যাক্স নিউট্রিওয়াশ প্রোগ্রাম (হেলদি ভিলেজ এন্ড ওনারশিপ মাইগ্রেশন ফেজ)' এর অধীনে ১০৭টি এবং কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নে 'হিউন্যানিটারিয়ান ওয়াশ ফর রোহিঙ্গা রিফিউজিস এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস' প্রকল্পের অধীনে ৬টি গভীর নলকূপ স্থাপিত হয়। এছাড়া যশোর জেলার বেনাপোল পৌরসভায় চলমান 'ওয়াটার সাস্টেইননেবল আরবান প্রভিশন' প্রকল্পের আওতায় ২টি এবং সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া পৌরসভায় চলমান 'আমাদের কলারোয়া' প্রকল্পের অধীনে ২টি এআইআরপি (আর্সেনিক এন্ড আয়রন রিমুভাল প্লান্ট) প্রযুক্তির পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে।

এছাড়া সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় ৭টি 'রিভার্স অসমোসিস' প্রযুক্তির পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট চলমান আছে, যা লবণাক্ত পানিকে সুপেয় পানিতে রুপান্তরিত করে। 'ম্যাক্স নিউট্রিওয়াশ প্রোগ্রাম'-এর আওতায় ২টি ক্লাস্টার পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম চালু আছে, যা সুবিধাভোগীদের মাঝে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করছে। 'আমাদের কলারোয়া' প্রকল্পের আওতায় ৯৫টি এআইআরপি এবং ২টি গ্রানুলার ফেরিক হাইড্রক্সাইড প্রযুক্তির পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট চালু আছে, যা ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন তত্ত্বাবধান করছে। ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা খান বাহাদুর আহ্‌ছানুল্লাহ (রঃ)-এর জন্মস্থান সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নলতা ইউনিয়নে 'নলতা পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম' প্রকল্প চলমান আছে, যার মধ্য দিয়ে ৭০৭টি পরিবার পাইপলাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানির সুবিধা পাচ্ছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

প্রতি বছরের ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। যশোর জেলার বেনাপোল পৌরসভায় এ দিনটি উদ্‌যাপিত হয় ঢাকা

আহ্‌ছানিয়া মিশন ওয়াশ সেক্টর এবং বেনাপোল পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে। বেনাপোল পৌরসভায় সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য 'ওয়াটার: সাস্টেইনেবল আরবান প্রভিশন' নামক ওয়াশ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন। ৫ জুনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ, সুশীল সমাজ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ বেনাপোলের নাগরিকগণ। এ বছরের পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার'। কমিউনিটি লিডার মোঃ মোগর আলী, পৌর কাউন্সিলর আমিরুল ইসলাম, কাগমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি মোঃ মাসুদ আক্তার অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

নিরাপদ স্যানিটেশন ও হাইজিন নিশ্চিতকরণ

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন ওয়াশ সেক্টরের ২টি প্রকল্প বর্তমানে স্যানিটারি ল্যাট্রিন নিয়ে কাজ করছে। উখিয়ায় চলমান 'হিউন্যানিটারিয়ান ওয়াশ ফর রোহিঙ্গা রিফিউজিস এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস' প্রকল্পের আওতায় ১৫টি নতুন ল্যাট্রিন নির্মান এবং ৫০টি পুরনো ল্যাট্রিন মেরামত করা হয়েছে। পটুয়াখালীতে 'ম্যাক্স নিউট্রিওয়াশ প্রোগ্রাম (হেলদি ভিলেজ এন্ড ওনারশিপ মাইগ্রেশন ফেজ)' এর অধীনে ৫৬৩টি ল্যাট্রিন, ১৪০টি ওমেন বাথিং চেম্বার, ২৪৭৫টি ডাইনিং বেসিন এবং ৩৩১৭টি ল্যাট্রিন বেসিন স্থাপন করা হয়েছে।

আহ্ছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মনোযত্ন কেন্দ্রের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

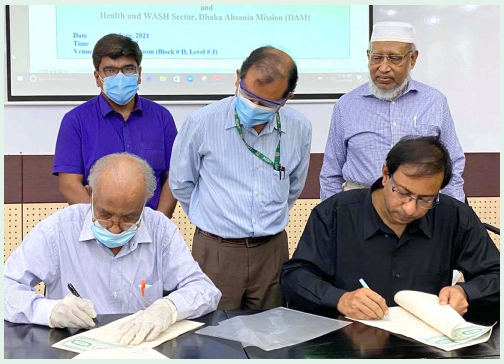

আহ্ছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে স্বাস্থ্য সেক্টর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত মানসিক ও মাদকাসক্তি বিষয়ক সেবা প্রদানকারী মনোযত্ন কেন্দ্রের সাথে ২২ জুন একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফযলে ইলাহির উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন আহ্ছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ট্রেজারার প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান এবং মনোযত্ন কেন্দ্রের পক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। চুক্তি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী মনোযত্ন কেন্দ্র মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভাইস-চ্যান্সেলর ছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন ও ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ডঃ শারমিন রেজা চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফযলে ইলাহি বলেন, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য। আমরা আশা করি আমাদের এই উদ্যোগের দৃষ্টান্ত অন্যরাও গ্রহণ করবে এবং তারাও মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে এগিয়ে আসবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ছাত্রছাত্রীরা মানসিকভাবে সুস্থ ও সবল থাকলে তারা দেশ ও জাতীর উন্নয়নে ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। আমি মনে করি আজকের এই উদ্যোগ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক উৎকর্ষ অর্জনে ভূমিকা রাখবে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের চাহিদা মেটাতে বহুপক্ষীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে আহ্ছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আমি মনে করে এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন মানসিক চাপ মোকাবেলাসহ মানসিক প্রয়োজনগুলোর সম্পর্কিত ধারণাগুলো পাবে ও সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হবে।

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

মাদকনির্ভরশীল নারী ও পুরুষদের চিকিৎসা সহায়তায় অনন্য প্রতিষ্ঠান

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুর
(পুরুষ কেন্দ্র)
মোবাইল: ০১৭১৫-৪০৭৮৪৩, ০১৭৭২৯১৬১০২

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোর
(পুরুষ কেন্দ্র)
মোবাইল: ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
(ঢাকাতে অবস্থিত নারী কেন্দ্র)
মোবাইল: ০১৭৭৭৭৫৩১৪৩, ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩

আহ্ছানিয়া হেনা আহমেদ মনোযত্ন কেন্দ্র
(আলমপুর, হাঁসাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ)
মোবাইল: ০১৮১০-১১৩৬৪১, ০১৭৮২-৯৬৬৬০৬, ০১৪০১-১৬৬৬০৬

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

আমিক, বাড়ি-১৫২, ব্লক-ক, সড়ক- ৬, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড-১৪
আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, web: www.amic.org.bd